সবর ও শোকর : পথ ও পাথেয়

ইমাম শামসুদ্দিন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবু বকর হাম্বলি
ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﵀
৬৯১-৭৫১ হি.

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

সম্পাদকের কথা

জাগতিক জীবন বান্দার জন্য এক মহাপরীক্ষা। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অবস্থায় তাকে সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়। সামান্য এদিক-সেদিক হলেই শয়তান এসে পদস্খলন ঘটায়। পরীক্ষার ধরণও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কাউকে পরীক্ষা করা হয় সম্পদ দিয়ে যে, সে এর শোকর করে কিনা, যথাযথভাবে এর হক আদায় করে কিনা। আবার কাউকে পরীক্ষা করা হয় দারিদ্রতা দিয়ে যে, সে এতে সবর করে কিনা, সন্তুষ্টি ও রিজা প্রকাশ করে কিনা। কাউকে পরীক্ষা করা হয় সুস্থতা দিয়ে যে, সে তা কাজে লাগায় কিনা, অগ্রগামী হওয়ার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কিনা। আর কাউকে পরীক্ষা করা হয় অসুস্থতা দিয়ে যে, সে এ হালতে সবর করে কিনা, মানুষের কাছে অভিযোগ-অনুযোগ করে বেড়ায় কিনা।

মূলত মানুষের মাঝে দুটি শ্রেণি রয়েছে—ধনী ও গরিব। ধনীদের জন্য হলো শোকর, আর গরিবদের জন্য সবর। কোনোটির মর্যাদা কোনোটির চেয়ে কম নয়। দলিলের দিকে নজর দিলে কখনো মনে হয় সবর উত্তম, আবার কখনো মনে হয় শোকর উত্তম। সামগ্রিক বিবেচনায় কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া মুশকিল হলেও এটা বলা যায় যে, ক্ষেত্রবিশেষে কখনো শোকর উত্তম, আর কোথাও সবর উত্তম। আর যারা দুটির মাঝে সমন্বয় করেছে, দুটি জিনিসকেই যারা জীবনে গ্রহণ করতে পেরেছে, তারা তো আল্লাহর বিশেষ তাওফিকপ্রাপ্ত।

শোকর ও সবর এমনই দুটি গুণ, যা একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবির জন্য যথেষ্ট। কেননা, জাগতিক জীবনে সকল মানুষের দুই অবস্থা—সুখ ও শান্তি অথবা দুঃখ ও কষ্ট। আর এ উভয় অবস্থায় বান্দার করণীয় কী, সে ব্যাপারে শরিয়তের রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা । সুখ ও শান্তির সকল ক্ষেত্রে শোকর আর দুঃখ ও কষ্টের সকল ক্ষেত্রে সবর—এটাই তো ইসলামের শিক্ষা। তাই কেউ যদি এ দুটি গুণকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তার সাফল্য সুনিশ্চিত বলা যায়। কষ্টে থাকুক বা সুখে থাকুক, সর্বদা সে এ দুটি গুণের মাধ্যমেই তার সবকিছু পরিচালনা করে। শোকর ও সবরের দ্বারা যেমন তার দুনিয়ার জিন্দেগি সুন্দরভাবে কাটে, ঠিক তেমনি

এদ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করায় আখিরাতেও সে এর যথাযথ প্রতিদান পাওয়ার মাধ্যমে সফলতা লাভ করবে।

এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েই রচিত বিশদ একটি গ্রন্থ হলো 'শোকর ও সবর : পথ ও পাথেয়'। রচনা করেছেন আল্লামা ইবনে কাইয়িম জাওজিয়া ﷺ। ইবনে কাইয়িম ﷺ মানেই ভিন্ন একটি উপহার, নতুন কিছু আহবান, স্বতন্ত্র ধারায় উপস্থাপনা। কঠিন বিষয়গুলো চমৎকার বয়ানে খুব সাবলীলভাবে তুলে ধরেন। তথ্যগুলো হয় উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ, দালিলিক। ভাষাটা হয় টানা ঝরঝরে ও মুগ্ধকর। তার রচনাবলি যেকোনো পাঠককে মুগ্ধ করে। বক্ষ্যমাণ বইটির আলোচিত দুটি বিষয় সবর ও শোকর—আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ আলোচনা বলে মনে হয়। কিন্তু বইটি পড়ার পর এ ভুল ধারণা ভেঙে যায়। একপর্যায়ে এমন উপলব্ধি হয় যে, এ দুটি বৈশিষ্ট্যই বুঝি সফলতা ও উন্নতির সব চাবিকাঠি। আর বাস্তবতা এটা অস্বীকারও করে না। সত্যিই যার মাঝে সবর ও শোকরের মতো এ মহান দুটি গুণের সমাবেশ ঘটেছে, সে কখনো ব্যর্থ হতে পারে না, সফলতা নিশ্চিত তার পায়ে এসে আছড়ে পড়ে।

গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই আমিমুল ইহসান। নবীন হলেও ঝরঝরে ও গতিময় অনুবাদে পাঠক মুগ্ধ হবে বলে আমি আশাবাদী। গ্রন্থটির কলেবর বড় হলেও সময় নিয়ে পুরো বইয়েই নজর বুলিয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ অংশে একাধিকবার নজর দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন করে দিয়েছি। আয়াত, হাদিস ও বিভিন্ন উক্তির তথ্যমূল উল্লেখের পাশাপাশি ক্ষেত্রবিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও যুক্ত করেছি। সার্বিক বিবেচনায় বইটিকে সুন্দর করার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। আশা করি, গ্রন্থটি সবার কাছে সুখপাঠ্য, তথ্যসমৃদ্ধ ও সুন্দর বলে উপলব্ধ হবে।

সর্বশেষ পাঠকদের বলব, বইটি নিজে পড়ুন এবং আপনজনকে পড়তে দিন। ইনশাআল্লাহ জীবনের চলার পথে আমূল পরিবর্তন দেখতে পাবেন। সবর হোক আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শোকর হোক আমার জীবনের পথচলার পাথেয়। উভয়ের সমন্বয়ে দুনিয়া হোক শান্তিময়, আখিরাত হোক সাফল্যময়। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমিন।

- তারেকুজ্জামান
০৮/১২/২০১৮

সূচিপত্র

ভূমিকা ১১
শুরুর কথা ২১

◈প্রথম অধ্যায়
সবরের আভিধানিক অর্থ ২৫

◈দ্বিতীয় অধ্যায়
সবরের স্বরূপ ও সালাফের বাণী ২৯

◈তৃতীয় অধ্যায়
স্থান, কাল ও পাত্রভেদে সবরের নামান্তর ৩৬

◈চতুর্থ অধ্যায়
الصَّبْرُ، التَّصَبُّرُ، الاِصْطِبَارُ، الْمُصَابَرَةُ শব্দগুলোর পারস্পারিক পার্থক্য ৩৮

◈পঞ্চম অধ্যায়
স্থানভেদে সবরের বিভিন্ন রূপ ৪২

◈ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রবৃত্তিশক্তির প্রতিরোধে সক্ষমতা ও
অক্ষমতার বিচারে সবরের প্রকার ৪৫
একটি সূক্ষ্ম জ্ঞাতব্য ৪৮
সহজ সবর ও কঠিন সবর ৫২

◈সপ্তম অধ্যায়
ধৈর্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের বিচারে সবরের প্রকার ৫৪

◈অষ্টম অধ্যায়
শরিয়তের পঞ্চ আহকামের বিচারে সবরের প্রকার ৬৩
হারাম সবরের কতিপয় দৃষ্টান্ত ৬৪
মাকরুহ সবর ৬৬
মুবাহ সবর ৬৬

◈নবম অধ্যায়
সবরের বিভিন্ন স্তরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ৬৭
প্রথম দলের দলিল ৭৬
দ্বিতীয় দলের দলিল ৭৮

◈দশম অধ্যায়
নন্দিত সবর ও নিন্দিত সবর ৮৯
নন্দিত সবরের প্রকারভেদ ৯২
সবরের আরও কতিপয় প্রকার ৯৯

◈একাদশ অধ্যায়
মহৎ ব্যক্তি ও ইতর লোকের সবরের মধ্যেপার্থক্য ১০৮
উভয়ের সবরের স্বরূপ ও পরিণতি ১০৯

◈দ্বাদশ অধ্যায়
সবরের সহায়ক উপাদানসমূহ ১১১
প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীতে দ্বীনের
চাহিদাকে শক্তিশালী করার উপায় ১১৬

◈ত্রয়োদশ অধ্যায়
মুমিন সর্বদা সবরের মুখাপেক্ষী ১২৮
প্রবৃত্তির চাহিদার অনুকূল বস্তুতে সবর ১২৮
সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর ১৩২
প্রবৃত্তির চাহিদার প্রতিকূল বস্তুতে সবর ১৩২
কুপ্রবৃত্তি ও বদঅভ্যাস ১৩৪

◈চতুর্দশ অধ্যায়
সর্বাধিক কঠিন সবর ১৪১

◈পঞ্চদশ অধ্যায়
কোরআনের বয়ানে সবর ১৪৫

◈ষোড়শ অধ্যায়
রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বয়ানে সবর ১৫৯

◈সপ্তদশ অধ্যায়
সাহাবা ও সালাফের দৃষ্টিতে সবর ২০৭

বিপদগ্রস্তের আলাদা পোশাক পরার হুকুম ২১৬

◈অষ্টাদশ অধ্যায়

ফিকহের দৃষ্টিতে মানুষের বিপদকালীন প্রতিক্রিয়া ২১৭
শোকপ্রকাশ ও বিলাপ করার বিধান ২২৫
শোক প্রকাশের বৈধ রূপ ২৩১
স্বজনদের বিলাপে মৃতের শাস্তি হবে কি? ২৩২
এ ব্যাপারে ফয়সালামূলক ব্যাখ্যা ২৩৬

◈উনবিংশ অধ্যায়

সবর ইমানের অর্ধেক ২৩৮

◈বিংশ অধ্যায়

আলেমদের মতানৈক্য : সবর উত্তম না শোকর? ২৪৪
সবর উত্তম হওয়ার পক্ষে দলিল ২৪৪
শোকর উত্তম হওয়ার পক্ষে দলিল ২৫৬
নেয়ামত ও শোকরের নানান দিক ৩০৭
আল্লাহর রহমতই মুক্তির একমাত্র ভরসা ৩১০
নেয়ামত উপলব্ধি করার সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি ৩১২
আল্লাহর কাছে কী চাইবেন? ৩১৩
বান্দার করণীয় ও কর্তব্য ৩৩১
আল্লাহর হকের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা জরুরি ৩৩৩

◈একবিংশ অধ্যায়

সবরকারী ও শোকরকারী : উভয় দলের হুকুম এবং শ্রেষ্ঠ কে? ৩৩৪
শোকর ও সবরের মধ্যকার সম্পর্ক ৩৩৯
সবর ও শোকর—উত্তমকোনটি? ৩৪৩
দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩৬১
দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি ৩৭৭
গৌরব-প্রতিযোগিতা ৩৮৪
প্রাচুর্যে প্রতিযোগিতা ৩৮৫
দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি ৩৮৫
আখেরাতই প্রকৃত ঠিকানা ৩৮৮
আলোচনার ফলাফল ৩৯১

◈ দ্বাবিংশ অধ্যায়
আলেমদের মতানৈক্য : কে উত্তম—
কৃতজ্ঞ ধনী না ধৈর্যশীল গরিব? ৩৯৩
তাকওয়াই মর্যাদার মাপকাঠি—দারিদ্র্য বা প্রাচুর্য নয় ৪০১

◈ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
কোরআন, সুন্নাহ ও সালাফের বাণী থেকে গরিবদের দলিল ৪০৬
সুরা তাকাসুরের তাফসির ৪১৪
গরিবদের দলিল উপস্থাপনের সমাপ্তি-পর্ব ৪৪০
দুনিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপলব্ধির সহায়ক উপমা ও দৃষ্টান্ত ৫২৩
দুনিয়ার স্বরূপ উদঘাটনে সহায়ক আরও কতিপয় দৃষ্টান্ত ৫৫৮
সবরকারী গরিব উত্তম হওয়ার পক্ষে আরও কিছু দলিল ৫৬০

◈ চতুর্বিংশ অধ্যায়
ধনীদের পক্ষে কোরআন, হাদিস ও সালাফের বাণী ৫৬৭
দলিল উপস্থাপন ও পর্যালোচনা ৫৬৯
রাসুলুল্লাহ ﷺ : সবার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ ৬০৫

◈পঞ্চবিংশ অধ্যায়
সবর পরিপন্থী কর্মকাণ্ড ৬১১

◈ষড়বিংশ অধ্যায়
সাবুর ও শাকুর আল্লাহর গুণবাচক নাম ৬২১
আল্লাহর গুণবাচক নাম الشَّكُورُ বা গুণগ্রাহী ৬৩১
উপসংহার ৬৩৬

প্রথম অধ্যায়

সবরের আভিধানিক অর্থ

'সবর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ– আটকে রাখা ও বাধা দেওয়া। মনকে উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা থেকে দূরে রাখা, জিহ্বাকে অভিযোগ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে নিবৃত্ত করা এবং মুখ চাপড়ানো ও জামা ছেঁড়া থেকে বিরত থাকাই হলো সবর। বলা হয় :

صَبَرَ يَصْبِرُ صَبْرًا ، وصَبَرَ نَفْسَه

'সে তার প্রবৃত্তিকে বিরত রাখল।'

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَه ﴾

'তুমি ধৈর্য সহকারে নিজেকে তাদের সংসর্গে রাখবে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়।'[২১]

কবি আনতারা বলেন :

فَصَبَرْتُ عارفةً لِذالكَ حُرَّةً تَرسو إذا نَفْسُ الجَبانِ تَطَلَّعُ

২১. সুরা কাহাফ : ২৮

‘আমি জমিয়ে রেখেছি ময়দানে আমার স্বাধীন গর্বিত অন্তরকে, যখন ভীরু কাপুরুষের দল পালানোর পথ খুঁজে মরছে।’

কাউকে আটকে রাখলে বলা হয় : صَبَرْتُ فُلانًا

অন্য কাউকে দিয়ে আটকানো হলে বলা হয় : صَبَرْتُ فلانًا

হাদিসে এসেছে : ‘জনৈক ব্যক্তি এক লোককে আটকে রাখল এবং তৃতীয় ব্যক্তি এসে তাকে হত্যা করে ফেলল। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ফয়সালার জন্য মুকাদ্দামাটি পেশ করা হলে তিনি বললেন,

يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُصْبَرُ الصَّابِرُ

‘যে হত্যা করেছে তাকে হত্যা করা হবে এবং যে আটকে রেখেছে তাকে আটকে রাখা হবে।’[২২]

অর্থাৎ তাকে মৃত্যু পর্যন্ত কারাগারে আটকে রাখা হবে, যেমনিভাবে সে লোকটিকে মৃত্যু পর্যন্ত আটকে রেখেছিল।

কাউকে হত্যা করার জন্য আটকে রাখলে বলা হয় : صَبَرْتُ الرَّجُلَ কাউকে শপথ করতে বাধ্য করলে বলা হয় : صَبَرْتُه বা أَصْبَرْتُ । এই ব্যবহারও সহিহ হাদিসে এসেছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের সম্পদ আটকে রাখার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, সে এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকবেন।’[২৩]

---

২২. মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক : ১৭৮৯২, সুনানে দারা কুতনি : ৩২৬৯
২৩. সহিহ বুখারি : ৪৫৪৯

'কাসামা'[২৪] সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসেও[২৫] শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে :

وَلَا تُصْبِرْ يَمِيْنَه حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ

'আপনি তাকে শপথ করতে বাধ্য করবেন না, যখন শপথ নেওয়া হবে।'[২৬]

الْمَصْبُوْرَةُ বলা হয় ওই বস্তুকে, যার ওপর শপথ করা হয়।

হাদিসে এসেছে :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَصْبُورَةِ

'রাসুল ﷺ মাসবুরা করতে নিষেধ করেছেন।'[২৭]

মাসবুরা বলা হয়, হত্যার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখা ছাগল, মুরগি ইত্যাদি প্রাণীকে। পশুটিকে রশি দিয়ে বাঁধা হয়, তারপর তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলা হয়।

এই ধাতু থেকে নির্গত ক্রিয়াগুলোর রূপান্তর :

صَبَرْتُ أَصْبِرُ بِالْفَتْحِ فِيْ الْمَاضِي وَالكسر في المستقبل، وأمّا
صَبَرْتُ أصبُرُ بالضم في المستقبل؛ فهو بمعنى الكَفَالَة،

---

২৪. কারও বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা প্রমাণ বা খারিজ করে দেওয়ার জন্য যে কসম নেওয়া হয়, তাকে কাসামা বলে।

২৫. বুখারি শরিফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি বনি হাশেমের এক লোককে সামান্য একটি উটের রশির জন্য হত্যা করে। আবু তালেব বিষয়টি জানতে পেরে হত্যাকারী লোকটির নিকট যায় এবং তাকে তিনটি প্রস্তাবের কোনো একটি মেনে নিতে বলে। ক. হত্যার বিনিময়ে একশত উট দেবে। খ. তোমার গোত্রের বিশ্বাসযোগ্য পঞ্চাশজন লোক হলফ করে বলবে যে, তুমি হত্যা করোনি। গ. তোমাকেও হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হবে। লোকটি গোত্রের সঙ্গে আলোচনা করে আবু তালেবকে জানাল, তারা হলফ করবে। বনি হাশেমের এক মহিলার বিয়ে হত্যাকারীর গোত্রে হয়েছিল। তার সন্তানও হলফকারী পঞ্চাশজনের অন্তর্ভুক্ত হলো। সে আবু তালেবের কাছে এসে বলে : (يَا أَبَا طَالِبٍ أُحِبُّ أَنْ تُجِيزَ ابْنِي هَذَا بِرَجُلٍ مِنْ الْخَمْسِينَ وَلَا تُصْبِرْ يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأَيْمَانُ) হে আবু তালেব, আমি এই আশা নিয়ে এসেছি যে, আপনি পঞ্চাশ জন্য হলফকারী হতে আমার এই সন্তানকে রেহাই দেবেন এবং যখন হলফ নেওয়া হবে আপনি তার কাছ থেকে হলফ নেবেন না। (সহিহ বুখারি : ৩৮৪৫)

২৬. সহিহ বুখারি : ৩৮৪৫

২৭. মারেফাতুস সুনান ওয়াল আসার : ১৮০৫১

والصَّبِيْرُ : الكفيلُ كأنه حبس نفسه الغرم ، منه قولهم : اصبرني أعطني كفيلا۔

অনেকে বলেন, الصَّبْرُ এর মর্মার্থ হলো, الشِّدَّةُ وَالْقُوَّةُ বা কাঠিন্য ও শক্তি । সেখান থেকে الصَّبِرُ ঔষধের নাম। তিক্ততার কারণে এটি বেশ পরিচিত।

বিখ্যাত ভাষাবিদ আসমায়ি ﷺ বলেন, মানুষ যখন মারাত্মক কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়, তখন বলা হয়, لَقِيَهَا بِأَصْبَارِهَا।

সেখান থেকে الصُّبْرُ অর্থ পাথুরে ভূমি। কাঠিন্য ও রুক্ষতার কারণে الصُّبْرُ বলা হয়। একই কারণেই কালো পাথরের ভূমিকে أُمُّ صَبَارٍ বলা হয়ে থাকে। এই অর্থেই বলা হয়, وَقَعَ القَوْمُ فِي أَمْرٍ صَبُّوْرٍ অর্থাৎ লোকেরা বেশ কঠিন ঝামেলায় পড়েছে। কনকনে শীতকে বলা হয়, صَبَّارَةُ الشِّتَاءِ

কেউ বলেন, الصَّبْرُ -এর মর্মার্থ হলো, الضَّمُّ، الْجَمْعُ। অর্থাৎ একত্রিত হওয়া, মিলানো। যেহেতু الصَّابِرُ তথা ধৈর্যশীল ব্যক্তি নিজেকে জমিয়ে রাখে এবং বিপদের সময় অবিচল থাকে। সেখান থেকে বলা হয়, صُبْرَةُ الطَّعَامِ؛ صُبَارَةُ الْحِجَارَةِ অর্থাৎ খাদ্যের স্তূপ, পাথরের স্তূপ।

আসল কথা হলো, الصَّبْرُ শব্দের তিনটি অর্থই বিদ্যমান : الْمَنْعُ، الشِّدَّةُ، الضَّمُّ। অর্থাৎ বারণ করা, শক্ত হওয়া, একত্রিত করা।

কেউ ধৈর্যধারণ করলে বলা হয়, صَبَرَ ধৈর্য ধারণ করার ভান করলে বলা হয়, تَصَبَّرَ সবর অর্জন ও শিক্ষা করলে বলা হয়, اصْطَبَرَ। সবরে প্রতিযোগিতা করলে বলা হয়, صَابَرَ সবরের প্রতি নিজেকে বা অন্যকে উৎসাহিত করলে বলা হয়, صَبَّرَ-بالتشديد- نَفْسَه أَوْ غَيْرَه

এই ধাতু থেকে নির্গত ক্রিয়াবিশেষ্যের বিভিন্ন রূপ :

صَبَرَ থেকে صَابِرٌ। صَابَرَ থেকে مُصَابِرٌ। إِصْطَبَرَ থেকে مُصْطَبِرٌ আর صَبُّوْرٌ ও صَبَّارٌ হলো মুবালাগার ওজন।